সাউথ এশিয়ান হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন অফ মার্জিনালাইজড সেক্সুয়ালিটিস অ্যান্ড জেন্ডারস

(সাহরা)

ধূলিখেল ধারণাপত্র, আগস্ট ২০১১

১. পটভূমি

একটি দক্ষিণ এশীয় অংশীদারিত্ব গঠনের উদ্দেশে ২০০৮ সালের ৩-৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কাঠমান্ডুতে একটি সভা আহ্বান করা হয়। সভাটিতে অংশগ্রহণকারীদের বাছাই করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নীতিমালাগুলো অনুসরণ করা হয়েছিলোঃ ১) দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের মধ্য থেকে যতো বেশি সম্ভব দেশগুলো থেকে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে, ২) সমকামী মহিলা ও পুরুষ লেসবিয়ান ও গে), উভলিঙ্গবিশিষ্ট (বাইসেক্সুয়াল) ও হিজড়াদের (ট্রান্সজেন্ডার) নিয়ে প্রাথমিকভাবে যেসব সংগঠন অধিকারভিত্তিক কাজ করে থাকে তাদের মধ্য থেকেও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেন্ডার ও যৌনতাভেদে যাদের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে সেইসব ব্যক্তি অংশগ্রহণকারীদেরও এই সভায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে।

নেপাল, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ ওই সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই সব অংশগ্রহনকারীই তাদের যৌন সম্পৃক্ততা থাকার জন্যে এবং/অথবা জেন্ডার পরিচয়ের কারনে (যেমন, হিজড়া, নারী বা জানানা, খাজাসারা, কোঠি, নাচি, তৃতীয় লিঙ্গ, কিনার, সমকামী, সমকামী নারী-লেসবিয়ান ও পুরুষ-গে, উভলিঙ্গবিশিষ্ট-বাইসেক্সুয়াল), আন্তঃলৈঙ্গিক এবং বিরাজমান অন্যসব আঞ্চলিক বিভিন্নতার বা বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন যারা, তাদের এখন থেকে সামগ্রিকভাবে এলজিবিটিআই বলে অভিহিত করা হবে) প্রান্তিক জনমানুষদের বিষয় নিয়ে কাজ করছেন বা করে থাকেন। প্রাথমিকভাবে এই সভা সফল করার জন্যে নরওয়েজিয়ান ফান্ড ফর এলজিবিটিআই রাইটস (এলএলএইচ) এর তহবিল ও সমর্থনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সভার সকল আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিল নেপালের বণ্ডু ডায়মন্ড সোসাইটির (বিডিএস) ওপর।

এই সভার একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে যে, এখান থেকে একটি মানবাধিকার সংস্থা গঠন করার পরামর্শ আসে যা এই অঞ্চলের এলজিবিটিআইদের মানবাধিকার নিশ্চিত ও জোরালো করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রস্তাবিত সংস্থাটির নাম অন্তর্বর্তীকালের জন্যে সাউথ এশিয়া হিউম্যান রাইটস অ্যাসোসিয়েশন অফ মার্জিনালাইজড (প্রান্তিক) সেক্সুয়ালিটিস অ্যান্ড জেন্ডারস ((এসএএইচএএমএসজি) নির্ধারণ করা হয়, যা এখন থেকে সংক্ষেপে সাহরা বলে পরিচিত হবে।

এটি গঠনের পরবর্তি প্রক্রিয়ায় সহায়কের ভূমিকা পালন করার জন্যে সভায় অংশগ্রহণকারী পাঁচটি দেশের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে একটি স্বেচ্ছাসেবী টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়। ওই সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে জেন্ডার সাম্যতা এবং অংশগ্রহণকারী দেশ ভারতের বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে এই সংগঠনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব হবে দ্বিগুন। অন্তর্বর্তিকালীন প্রচেষ্টা চলাকালে জেন্ডার সাম্যতা রক্ষার স্বার্থে ওই টাস্ক ফের্সে আরো অতিরিক্ত স্বোচ্ছাসেবীর অংশগ্রহণ আহ্বান করা হবে।

২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের সভার পর ওই সভার অংশগ্রহণকারীরা তাদের জাতীয় পর্যায়ের সভাতে এরকম একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা এবং উদ্দেশ্য নিযে আলোচনা করেন। আবার ২০০৯ সালের ৭-৮ এপ্রিল আবারো কাঠমান্ডুতে পরবর্তি পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে টাস্ক ফোর্স সদস্যদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ওই সভার ফলাফল হিসেবে একটি ধারণাপত্র প্রণীত হয় এবং সাথে সাথেই এই ধারণাপত্র সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ের সকল এলজিবিটিআই অধিকার নিয়ে কর্মরতদের সাথে আলোচনা করা হয়। এদিকে আবার কাঠমান্ডুতে আগস্ট মাসের ১৯-২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ফলোআপ সভায় ওইসব জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা থেকে উঠে আসা মতামতগুলো আলোচিত হয়। ওইসব মতামতগুলোকে ধারণাপত্রতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে ধারণাপত্রটিকে যথাযথভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ওই ধারণাপত্রটিকে ঘিরে বেশ ক'টি টাস্ক ফোর্স সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেমনঃ কলম্বোতে ১৮-২০ এপ্রিল ২০১০, ঢাকায় ৭-৮ এপ্রিল ২০১১ এবং ধূলিখেল-এ ৪-৫ আগস্ট ২০১১।

২. ভূমিকা

২.১ রূপকল্প/ভিশন

কোন যৌন বা জেন্ডার পরিচিতি নির্বিশেষে সকল মানুষের মর্যাদা, নিরাপত্তা, সম অধিকার ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সহজাত অধিকার থাকবে, সাহরা সেটাই বিশ্বাস করে। সাহরা সেই বিশ্বের স্বপ্ন দেখে যেখানে যে কোন এলজিবিটিআই মানুষ মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষনাপত্রে (ইউডিএইচআর) এবং যোগজাকার্তা নীতিমালায় উল্লেখিত মানবাধিকার ভোগ করতে পারছে (www.yogyakartaprinciples.org) ।

২.২ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য/মিশন

২.২.১ সাহরার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিন এশিয়ার এলজিবিটিআই মানুষদের এবং তাদের রক্ষা করার কাজে নিয়োজিতদের সুরক্ষা এবং তাদের জন্যে মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা। এজন্যে সাহরা সংগঠনগুলোর প্রভাব জোরদার করে তাদের কাজের ফলাফল সুনিশ্চিত করবে এবং এই অঞ্চলের এলজিবিটিআইদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রচারাভিযান এবং আন্দোলন পরিচালনা করবে, এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্যে রাষ্ট্রের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করবে।

২.২.২ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এলজিবিটিআইদের বিষয়গুলো যে মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ সেটা নিশ্চিত করার জন্যে সাহরা কাজ করে যাবে। সাহরা বিশ্বাস করে যে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি সহায়ক পরিবেশ থাকার বিষয়টি একটি মৌলিক চাহিদা।

২.২.৩ সাহরার ম্যান্ডেট হবেঃ এলজিবিটিআইদের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলোকে লিপিবদ্ধ (ডকুমেন্ট) করে রাখা যাতে করে ওইসব মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায় লংঘনের বিরোদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় এবং সেই সাথে ওইসব ঘটনার প্রতিবাদ ও প্রচার করার মাধ্যমে মানবাধিকারের স্বীকৃতি আদায় করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

২.২.৪ এইসব কাজের পরিধির মধ্যে পৌঁছুনো এবং এর ম্যান্ডেট পুরোপুরি উপলব্ধি করার জন্যে সাহরা যোগজাকার্তার নীতিমালা দিয়ে পরিচালিত হবে। ওই নীতিমালার ভূমিকার কিয়দংশ নিচে দেয়া হলোঃ

"কোন মানুষের প্রকৃত বা ধারণাকৃত যৌন বৈশিষ্ট্য বা জেন্ডার বৈশিষ্টের কারণে তার মানবাধিকার লংঘন করা হলে সেটা সারা বিশ্বের জন্যেই একটা মারাত্মক উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। এর মধ্যে আইন বহির্ভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও মন্দ আচরণ, যৌন হয়রানী ও ধর্ষণ, ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় অনুপ্রবেশ করা, আইনের সাহায্যে কাউকে আটক করা, কাজের অধিকার ও শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, এবং অন্যান্য ধরণের মানবাধিকার উপভোগ করার ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করার বিষয়গুলো আসতে পারে। এইসব অধিকার লংঘনের ফলে আরো বেশি করে সহিংসতা, ঘৃণা, বৈষম্য ও বর্জন করার মতো বিষয়গুলো আরো বেশি আকারে দেখা দিতে পারে। এগুলো তখন জাতি, ধর্ম, শারিরীক বা মানসিক অসমর্থতা অথবা সামাজিক বা অন্য কোন পরিস্থিতির কারণেও মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি আরো খারাপ রূপ ধারণ করতে পারে।"

২.৩ নির্দেশক নীতিমালাসমূহ

২.৩.১ সাহরার কর্মকান্ড সর্বাধিক গুনগত মান ও মানবাধিকারের নীতিমালার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে এবং যে কোন যৌন সম্পৃক্ততা, জেন্ডার বা লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট বা পরিচিতি, লিঙ্গ, ধর্ম, বয়স, সামর্থ, জাতিগত পরিচয়, ভাষা, জাতীয়তা, বর্ণ বা গোত্র, শ্রেণী, এইচআইভি আক্রান্ত কি না, পেশা অথবা অন্য যে কোন বিষয় নির্বিশেষে সকলের জন্যেই সাহরা কাজ করে যাবে।

২.৩.২ সাহরা একটি সমন্বিত কণ্ঠস্বর, সক্ষমতা ও প্রভাব সৃষ্টির জন্যে দক্ষিন এশিয়ার সকল সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ।

২.৩.৩ এই অঞ্চলের এলজিবিটিআই ব্যক্তি মানুষ বা সংগঠন থেকে প্রকাশিত কোন উদ্বেগ বা বিয়য়কে ধারণ করেই সাহরার কর্মকান্ড বা কর্মসূচী নির্ধারিত হবে।

২.৩.৪ সাহরা এলজিবিটিআই ব্যক্তি মানুষের বা তাদের সহায়কদের কোন ব্যক্তিগত বিষয়, গোপনীয়তা বা নাম গোপন রাখার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

২.৩.৫ সাহরা স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ন্যায়পরায়নতার নীতিমালার ভিত্তিতে কাজ করে যাবে।

২.৩.৬ সাহরা কোন সরকার, রাজনৈতিক দল, করপোরেট স্বার্থ অথবা কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত থেকে তার কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

৩. প্রস্তাবিত কর্মসূচী বা কর্মপ্রক্রিয়া

৩.১ এলজিবিটিআই ব্যক্তি মানুষ (প্রকৃত বা ধারণাকৃত) বা সংগঠনের মানবাধিকার লংঘনের সকল ঘটনা বুঝতে গিয়ে বা ধারণ করার ক্ষেত্রে সাহরা যোগজাকার্তার নীতিমালা অনুসরণ করবে।

৩.২ সাহরা স্থানীয় সংগঠনগুলোর প্রয়োজন বা চাহিদা অনুসারে তাদের কাজ করে যাবে। এই সংগঠন স্থানীয় কোন কর্মপ্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করবেনা।

৩.৩ সাহরা যে কাজগুলো করবে, সেগুলো হচ্ছেঃ

- রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র বহির্ভূত কোন একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান মানবাধিকার লংঘন করলে সেগুলো লিপিবদ্ধ (ডকুমেন্টেশন) করে রাখা। এই দলিলে অবশ্যই কোন অঞ্চলে পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়েছে বা কোন সুফল এসেছে কিনা সেটাও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখা হবে।

- জাতীয় ও প্রাদেশিক/রাষট্রীয় মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করা।

- রাষ্ট্র, সদস্য সংগঠনগুলো এবং অন্যান্য পক্ষদলগুলোর (স্টেকহোল্ডার) সাথে নিয়মিতভাবে অ্যাডভোকেসী বা প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।

- দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে এলজিবিটিআই বিষয়ে যেসব কাজ করা হচ্ছে বা হয়েছে সেগুলোর চিত্রায়ন (ম্যাপিং) করা।

- মানবাধিকার লংঘনের বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা (ডকুমেন্টেশন) ও তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যে সদস্য সংগঠন ও গ্রুপগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৩.৪ যেসব সদস্য সংগঠনের ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে দূর্বলতা রয়েছে তাদেরকে সাহরার পক্ষ থেকে এমন সহায়তা দেয়া হবে, যাতে করে তারা কাজের প্রক্রিয়া ও পদক্ষেপের বিষয়গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারে।

৩.৫ মানবাধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে সাহরা যেসব পদক্ষেপ নেবে তার মধ্যে রয়েছে আইনী সহায়তা প্রদান ও কাউন্সেলিং করা, পুলিশ ও রাষ্ট্রের অন্যসব সংস্থার সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করা, তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করা, কোন বিষয় সম্পর্কে আগাম সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং অন্যসব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। এই সব কাজ করতে গিয়ে সাহরা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের স্থানীয় সংগঠনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমেই এগিয়ে যাবে।

৪. প্রস্তাবিত কাঠামো

৪.১ সদস্যপদ

৪.১.১ দক্ষিন এশিয়ায় অবস্থানরত সকল সংগঠন ও ব্যক্তি একক যারা নিজেদের এলজিবিটিআই হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন অথবা দক্ষিণ এশিয়ায় যারা প্রান্তিক জেন্ডার ও যৌনতার পরিচয়ে পরিচিতদের জন্যে কাজ করেন অথবা উভয় ক্ষেত্র থেকেই এবং যারা আমাদের (সাহরা) রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সহমত ধারণ করেন তাদের সবাই ভোট দেয়ার অধিকার সহ সাহরার সদস্য পদভুক্ত হতে পারবেন।

৪.১.২ সাহরার রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে মেলেনা বা এর সাথে বিরোধপূর্ণ কোন কাজে কেহ জড়িত হলে তাকে সদস্যপদ থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হতে পারে বা সম্পূর্ণরূপেই সদস্যপদ থেকে বাদ দেয়া হতে পারে।

৪.১.৩ কোন কোয়ালিশন ও নেটওয়র্ক, দাতা বা ত্রান সংস্থা, রাজনৈতিক দলসমূহ, সরকারী কোন সংস্থা এবং কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা সাহরার সদস্য হতে পারবেনা।

৪.২ রেজিস্ট্রেশন

সাহরা ইতিবাচক বা সহায়ক পরিবেশ আছে দক্ষিন এশিয়ার এমন কোন একটি দেশে আইনগত ভাবে রেজিস্ট্রিকৃত হবে এবং তখন থেকে ওই দেশটি আমন্ত্রক (হোস্ট) দেশ হিসেবে পরিগনিত হবে। এই রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য হবে এটিকে কালক্রমে সার্ক এর আদলে একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাতে (আইএনজিও) রূপান্তরিত করা। এটি তখন অন্য বিদেশী সংগঠন বা ব্যক্তি একককেও সদস্যপদের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে সমর্থ হবে।

৪.৩ পরিচালনা পর্ষদ (বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স)

৪.৩.১ প্রাথমিক পরিচালনা পর্ষদের/বোর্ডের সদস্যরা হয়তো আইনী প্রয়োজনীয়তা পূরণ সাপেক্ষে আমন্ত্রক দেশ থেকেই নির্বাচিত হবেন। তাদের মধ্যে তিনজন আসবেন বর্তমান টাস্ক ফোর্স থেকে এবং অন্য সদস্যদের নির্বাচিত করবে বর্তমানে বিদ্যমান টাস্ক ফোর্স। টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের প্রস্তাবিত নামগুলোর মধ্য থেকেই তাদের নির্বাচন করা হবে। এই সদস্যরা হতে পারেন যারা নিজেরাই এলজিবিটিআই অথবা যারা এলজিবিটিআই ইস্যুগুলো নিয়ে কাজ করে থাকেন অথবা তারা এই সব

কাজের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ সমর্থক। প্রাথমিক পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ড টাস্ক ফোর্সের পরামর্শক্রমে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন. এসম্পর্কিত বিশদ বিবরণী সমঝোতা স্মারকে (এমওইউ) যথাযথভাবে উল্লেখিত থাকবে।

৪.৩.২ সাহরা যথা শিগগির সম্ভব একটি পর্ষদ/বোর্ড গঠন করবে যাতে আটটি দক্ষিন এশীয় দেশ থেকেই সদস্য থাকবেন ঠিক যেমনটা সার্ক-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে এবং এই পর্ষদটিকে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ বা বোর্ড হিসেবে পরিগনিত হবে। বর্তমানে পাঁচটি দেশ নেপাল, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা) এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত রয়েছে। অন্য তিনটি দেশ (আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও ভুটান) থেকেও সদস্যভুক্তির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পরিচালনা পর্ষদে প্রতিটি দেশ থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি দেশের সদস্যরা তাদের দেশীয় প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

৪.৩.৩ পূর্ণাঙ্গ পর্ষদে/বোর্ডে প্রতিটি দেশ থেকে একজন পুরুষ, একজন নারী এবং একজন হিজড়া প্রতিনিধি থাকবেন। কোন দেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যদি এইভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত না হন সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের/বোর্ডের দায়িত্ব হবে একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি মনোনয়ন দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করা। সেটাও সম্ভব না হলে পরবর্তি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ওই পদগুলো শুন্যই থাকবে।

৪.৩.৪ পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ/বোর্ড নির্বাচিত হবার সাথে সাথেই প্রাথমিকভাবে গঠিত পর্ষদটি অবলুপ্ত বলে পরিগনিত হবে।

৪.৩.৫ পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের বা বোর্ডের প্রথম মেয়াদে অর্ধেক সদস্য দুই বছর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং বাকি অর্ধেক তিন বছরের জন্যে দায়িত্ব পলন করবেন এবং এই সদস্যদের নির্বাচন করা হবে লটারীর মাধ্যমে। তারপর থেকে সব সদস্যই দুই বছর মেয়াদের জন্যে নির্বাচিত হবেন। প্রথম পর্ষদের সদস্যরা দ্বিতীয় দফায়ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। তবে, পরে আরো একবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হবার আগে অন্ততঃ একটি মেয়দের জন্যে তাকে পর্ষদের বাইরে থাকতে হবে।

৪.৩.৬ টাস্ক ফোর্সেন নির্বাচনী সাব-কমিটি পূর্ণাঙ্গ পর্ষদের নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবেন এবং সেই সাথে তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও থাকবে ওই সাব-কমিটির ওপর।

৪.৩.৭ কোন বোর্ড বা পর্ষদ সদস্য তার মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই পদত্যাগ করলে বা কোন সদস্য অচিন্তনীয় কোন কারণে তার মেয়াদ পূর্ণ না করতে পারলে বা কোন কারণে নিন্দিত হলে সেক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ বা বোর্ডই ওই শুন্য স্থান পূরণের জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবেন বা পরবর্তি নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষাও করতে পারবেন। (টাস্ক ফোর্সের একটি সাব-কমিটি কারো বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব আনার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করবে।)

৪.৩.৮ সাহরার পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ড প্রতিবছর অন্ততঃ একবার সভায় মিলিত হবে অথবা আমন্ত্রক দেশের আইন অনুসারে আরো ঘনঘনও সভায় মিলিত হতে পারেন।

৪.৪ নির্বাহী কমিটি

৪.৪.১ পূর্ণাঙ্গ পর্ষদ এর পাঁচজন সদস্যকে (প্রতিটি দেশ থেকে একজন করে) নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করবেন। সার্কভুক্ত অন্য তিনটি দেশ এরই মধ্যে সাহরাভুক্ত হয়ে গেলে এই সংখ্যা আটজন পর্যন্তও উন্নীত করা যেতে পারে। কারণ, তিনটি দেশ এখনো সাহরাভুক্ত হয়নি।

৪.৪.২ নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব হবে সাহরা এবং এর সচিবালয়ের কর্মকান্ড পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা।

৪.৪.৩ পূর্ণাঙ্গ বোর্ড নির্বাহী কমিটির জন্যে একজন চেয়ারপারসন, একজন সেক্রেটারী ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন যাঁরা বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ মেয়াদকালে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন এবং তাদের সাহরার রেজিস্টার্ড দলিলে উল্লেখিত সকল দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে।

৪.৪.৪ নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন অনুসারে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তিতে যোগাযোগের মাধ্যমে বা স্বশরীরে সাক্ষাতের মাধ্যমেও সভা করতে পারবেন।

৪.৪.৫ কোরাম ও তার জন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ

সদস্যদের সভা, বোর্ডের সভা, নির্বাহী কমিটির সভা এবং টাস্ক ফোর্সের সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট সদস্য সংখ্যার ন্যুনপক্ষে শতকরা ৫১ ভাগ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন। কেবলমাত্র তখনই সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে। সাহরা সদস্য, বোর্ডের সদস্য বা নির্বাহী কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত ওই শতকরা ৫১ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবার পর (ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বা সাক্ষাত উপস্থিতির মাধ্যমে) কার্যকর বলে পরিগনিত হবে।

৪.৫ সচিবালয়

একজন নির্বাহী পরিচালক, একজন প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক, একজন আর্থিক ব্যবস্থাপক এবং দেশগুলোর অফিসারদের নিয়ে সাহরার সচিবালয় গঠিত হবে। নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে সাহরার বোর্ডের সদস্য হিসেবে পরিগনিত হবেন।

৫. টাস্ক ফোর্স

৫.১ বর্তমানে নেপাল, ভারত, পাকিস্থান, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকার সদস্যদের নিয়েই টাস্ক ফোর্স গঠিত হয়েছে।

৫.২ এই টাস্ক ফোর্স সাহরার কৌশলগত পরিকল্পনা (স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং) প্রণয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় সহায়কের ভূমিকা পালন করেছে। এতে যেমন ব্যক্তি একক সদস্য রয়েছেন তেমনি বিভিন্ন সংগঠন থেকেও টাস্ক ফোর্সের সদস্য করা হয়েছে। এতে শ্রীলংকা, বাংলাদেশ, পাকিস্থান ও নেপাল থেকে তিনজন করে সদস্য থাকবেন এবং ভারত থেকে থাকছেন সর্বাধিক ছয়জন সদস্য।

৫.৩ টাস্ক ফোর্স এই মর্মে নীতিমালা নির্ধারণ করেছে যে, এর সদস্যদের মধ্যে অতি অবশ্যই নিম্নোক্ত গুনাবলী থাকতে হবেঃ

- সাহরার কর্মসূচির প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে
- সাহরার জন্যে কাজ করতে পর্যাপ্ত সময় থাকতে হবে
- এলজিবিটিআই সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ততা থাকতে হবে
- এলজিবিটিআই সম্প্রদায়ের সাথে সাথে দক্ষিন এশিয়ার ভৌগোলিক দিক থেকেও বিভিন্নমুখীতা থাকতে হবে
- দক্ষিন এশীয় হতে হবে এবং দক্ষিন এশিয়ায় বসবাসকারী হতে হবে

- ব্যক্তি একক হিসেবে এলজিবিটিআই সম্পর্কিত বিষয়ে কাজ করার পরিচিতি থাকতে হবে অথবা এলজিবিটিআই নিয়ে কাজ করে এরকম সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকতে হবে

- মানবাধিকার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে এবং সেই দক্ষিন এশীয় নীতিকাঠামো সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে।

- স্থানীয় এলজিবিটিআই সম্প্রদায় সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং সেই সাথে তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ও বিশ্বাসযোগ্য সম্পর্ক থাকতে হবে

৫.৪ সাহরার পূর্ণাঙ্গ বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকবে।তারপর টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা প্রথম পূর্ণাঙ্গ বোর্ডের সাথে এক বছর পর্যন্ত পুরোপুরি সম্পর্কিত থাকবেন যাতে করে প্রয়োজন হলে তারা অব্যাহতভাবে বোর্ডকে যথাযথ সহায়তা দিতে পারেন।

৫.৫ টাস্ক ফোর্সের যেসকল সদস্য পূর্ণাঙ্গ বোর্ডের নির্বাচনের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তারা বোর্ডের নির্বাচন সংক্রান্ত সাব-কমিটির কোন কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করতে পারবেননা।

তারিখঃ ৫ আগস্ট ২০১১
স্থানঃ ধূলিখেল, নেপাল